‘উমদাতুল আহকাম

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে গৃহীত
বিধি-বিধান সংক্রান্ত হাদীসের অনন্য সংকলন

‘উমদাতুল আহকাম

[অনুবাদ ও ব্যাখ্যা]

প্রথম খণ্ড: ত্বাহারাত, সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ

সংকলক

ইমাম হাফেয আবদুল গনী আল-মাকদেসী
রাহিমাহুল্লাহ [৫৪১-৬০০ হিজরী]

ভাষান্তর ও ব্যাখ্যা

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

অধ্যাপক, আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

সবুজপত্র

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক খাতামুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সকল সাহাবীর উপর।

মহান আল্লাহ বলেছেন, "রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তোমরা তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।" [সূরা ৫৯; আল-হাশর ৭] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটি জিনিস ছেড়ে গেলাম, যা তোমরা আঁকড়ে থাকলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো, আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।" [মুয়াত্তা মালেক: ১৬১৯]

আল্লাহ তাআলার কিতাব আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ। উভয়টিই ওহীর অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ উভয়ের হিফাযতের দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। সুন্নাহ'র গুরুত্ব-মহত্ত্ব, মর্যাদা, তাৎপর্য, আবশ্যকতা অপরিসীম। সুন্নাহকে বাদ দিয়ে শরী'আতের পূর্ণতা কল্পনা করা যায় না। সুন্নাহর ওপর নির্ভর করা ব্যতিত কুরআন কারীমের ওপর আমল করাও সম্ভব নয়।

আল কুরআনে সালাত, যাকাত, সিয়াম হজ্জ-সহ অসংখ্য বিধি-বিধান রয়েছে, যেগুলোর ওপর আমল করতে হলে প্রিয় নবীর হাদীসের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। এ কারণেই ওলামায়ে কেরাম হাদীসকে ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় মূল উৎস বলে আখ্যায়িত করেছেন।

'উমদাতুল আহকাম একটি অনবদ্য হাদীস সংকলন। ইলমুল হাদীসের জ্ঞান অন্বেষণকারীদের কাছে এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি গ্রন্থ। কেননা, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম কিতাবুল্লাহর পরে পৃথিবীর বিশুদ্ধতম কিতাব, আর এতে সেই কিতাব দুটি থেকে বিধি-বিধান সম্বলিত হাদীস একত্র করা হয়েছে, যা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ইসলামী জিন্দেগী পরিচালনার জন্য অত্যাবশ্যক। অপরিসীম গুরুত্বের কারণেই অনেক মুসলিম সমাজে আল-কুরআনুল কারীম হিফয করার পর দীনী ইলম অর্জনের শুরুতে অত্র কিতাব মুখস্ত করানো হয়।

অত্র সংকলনের বহু সংখ্যক শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে। বাংলাভাষীদের কাছে এই মূল্যবান গ্রন্থখানি পেশ করে শ্রদ্ধেয় শায়েখ প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া বিরাট খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি এ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তার পূর্ববর্তী অনেক মনীষীর বিভিন্ন শরাহ থেকে সহযোগিতা নিয়েছেন, যাতে কিতাবখানি অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। এতে হাদীসের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনা, হাদীসের শিক্ষা ইত্যাদি শিরোনামে যে আলোচনা পরিবেশন করা হয়েছে, তা পাঠকমাত্রকেই আকৃষ্ট করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিশেষতঃ সুন্নাহ'র কিছু বৈচিত্র্য বা ফিক্‌হের ইখতিলাফী মাসআলা নিয়ে বর্তমান সময়ে যখন প্রান্তিক ও একমুখিতা বিরাজমান, এমন সময়ে এই কিতাবখানি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, ইনশাআল্লাহ। এখানে ঐসব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা থেকে সুধি পাঠক যেমনি নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সম্পৃক্ত দলীল-প্রমাণ পাবেন; একইসাথে ভিন্নমতের দলীল-প্রমাণ-ইজতিহাদ থেকে বুঝতে সমর্থ হবেন যে, ইসলামী জীবন দর্শনের কাঠামো কতোটা ব্যাপক ও গতিশীল।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের সুমহান জীবনবোধকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধির তাওফিক দিন। গ্রন্থের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে উদারচিত্তে অধ্যয়ন ও সর্বোত্তম আমলের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন। নিজেদের কাজে পূর্ণ ইখলাছ দান করুন। এই কাজগুলো আমাদের জন্য আখিরাতে মসিবতের সময় নাজাতের উসীলা হিসেবে গণ্য করুন। আমিন!

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
সম্পাদক ও প্রকাশক, সবুজপত্র পাবলিকেশন্স

গ্রন্থকার পরিচিতি

ইমাম হাফেয তাকীউদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আবদুল গনী ইবন আবদুল ওয়াহেদ আল-মাকদেসী আল-জুমা'ঈলী আল-হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ।

হিজরী ৫৪১ সালের রবিউস সানী মাসে বর্তমান ফিলিস্তিনের নাবলুস নগরীর "জামা'ঈল" এলাকায় তাঁর জন্ম হয়। প্রথমেই তাঁর পরিবারসহ তিনি দামেশকে হিজরত করেন। ইলম অন্বেষণের জন্য অনেক দেশ তিনি সফর করেন। শুরুতে শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন কুদামাহ আল-মাকদেসীর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন। তারপর দামেশকের সে যুগের বিখ্যাত আলেমগণের সাহচর্য গ্রহণ করেন। তাদের থেকে ফিকহ ও অন্যান্য বিদ্যার জ্ঞান অর্জন করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, শাইখ আবুল মাকারিম ইবন হিলাল, সুলাইমান ইবন আলী আর-রাহবী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন হামযাহ আল-কুরাশী। তারপর হিজরী ৫৬১ সালে তিনি বাগদাদ গমন করেন। সেখানে শাইখ আব্দুল কাদের আল-জীলানীর নিকট চার বছর অবস্থান করেন। সে সময় তিনি হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তারপর হিজরী ৫৬৫ সালে তিনি দামেশকে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখান থেকে তিনি ৫৬৬ হিজরীতে মিসর ও ইস্কান্দারিয়্যাহ গমন করেন। সেখানে তৎকালীন জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেয আবু তাহের আস-সিলাফীর কাছে অবস্থান করেন। ৫৭৬ সালে সিলাফীর মৃত্যু হলে তিনি সেখান থেকে ইসফাহান গমন করেন এবং সেখানে কিছুকাল অবস্থান করেন।

তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- (১) আবুল ফাতহ ইবনুল বাত্তী, (২) আবুল হাসান আলী ইবন রাবাহ আল-ফাররা, (৩) ইবনুল মানী, (৪) শাইখ আব্দুল কাদের আল-জীলানী, (৫) হিবাতুল্লাহ ইবন হিলাল আদ-দাক্কাক, (৬) আবু যুর'আহ আল-মাকদেসী, (৭) মা'মার ইবনুল ফাখের, (৮) আহমাদ ইবনুল মুক্কাররাব, (৯) ইয়াহইয়া ইবন সাবেত, (১০) আবু বকর ইবনুন নাকূর, (১১) আহমাদ ইবন আব্দুল গনী আল-বাজেসরাঈ, (১২) হাফেয আবু ত্বাহের আস-সিলাফী, (১৩) মুহাম্মাদ ইবন আলী আর-রাহবী, (১৪) আব্দুল্লাহ ইবন বাররী, (১৫) আবুল মাকারিম ইবন হিলাল, (১৬) সালমান ইবন আলী আর-রাহবী, (১৭) আবুল মা'আলী ইবন সাবের, (১৮) হাফেয আবু মূসা আল-মাদীনী।

তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম হলেন- (১) মুওয়াফফাকুদ্দীন ইবন কুদামাহ আল-মাকদেসী, (২) হাফেয ইয্যুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন মুওয়াফফাকুদ্দীন ইবন কুদামাহ, (৩) হাফেয আবূ মূসা আব্দুল্লাহ ইবন মুওয়াফফাকুদ্দীন ইবন কুদামাহ, (৪) ফক্বীহ আবু সুলাইমান ইবন মুওয়াফফাকুদ্দীন ইবন কুদামাহ, (৫) হাফেয দ্বিয়াউদ্দীন আল-মাক্বদেসী, (৬) খত্বীব সুলাইমান ইবন রাহমাহ আল-আস'আরদী, (৭) শাইখ বাহা আব্দুর রহমান, (৮) শাইখ ফকীহ মুহাম্মাদ আল-ইউনীনী, (৯) আয-যাইন ইবন আব্দুদ দায়েম, (১০) আবুল হাজ্জাজ ইবন খলীল, (১১) আত-ত্বকী আল-ইয়ালযানী।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির সংখ্যা ৫৬টি। তন্মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি হচ্ছে- (১) 'উমদাতুল আহকাম, (২) আল-কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, (৩) আল-মিসবাহ ফী 'উয়ূনিল আহাদীসিস সিহাহ, (৪) নিহায়াতুল মুরাদ মিন কালামি খাইরিল 'ইবাদ, (৫) তুহফাতুত ত্বালেবীন ফিল জিহাদি ওয়াল মুজাহিদীন, (৬) মিহনাতুল ইমাম আহমাদ, (৭) ই'তিকাদুল ইমাম আশ-শাফে'ঈ, (৮) মানাক্বিবুস সাহাবাহ, (৯) আন-নাসীহাহ ফিল আদ'য়িয়াতুস সহীহাহ, (১০) আল-ইকতিসাদু ফিল ই'তিক্বাদ, (১১) হাদীসুল ইফক, (১২) ফাদ্বায়িলি উমার ইবনুল খাত্তাব, (১৩) তালখীসু কিতাবিল কুনা লিল হাকিম, (১৪) আখবারুল হাসান আল-বসরী, (১৫) আশরাতুস সা'আহ।

তিনি ৬০০ হিজরীর রবিউল মাসের ২৩ তারিখ সোমবার মিসরে মারা যান এবং ক্বারাফায় তাকে দাফন করা হয়।

***

অনুবাদকের কথা

হামদ জাতীয় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, রিযিক দিয়েছেন, তিনি আমাদের মালিক ও অধিপতি, তিনি আমাদের সকল কর্মকাণ্ড একাই পরিচালনা করেন। আমরা তাঁর দাস, দাসের ছেলে, দাসীর ছেলে। একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করতে আদিষ্ট। তাঁর দাসত্ব করেই নিজের জীবন পার করে দিতে চাই। তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরকে দাস হিসেবে গ্রহণ করবেন, আমাদের দাসত্বজনিত কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে নিবেন এটিই আমাদের নিবেদন। তারপর-

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের জন্য রহমত, আদর্শ, অনুসৃত, আনুগত্যকৃত সত্তা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে পাঠিয়েছেন হিদায়াত ও নূর দিয়ে। তাঁকে দিয়েছেন শরী'আত বাস্তবায়নের দায়িত্ব। ফিকহের আধার হিসেবে মনোনীত করেছেন তাঁর কথা, কাজ, অনুমোদন, শারীরিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে। তাঁর জীবন হচ্ছে একদিকে পুরো কুরআনের ব্যাখ্যা, অপরদিকে দীন ও শরী'আতের পূর্ণতার গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কুরআনের হিফাযতের দায়িত্ব যেভাবে মহান আল্লাহ গ্রহণ করেছেন তেমনিভাবে তিনি হাদীসের বাণীর হিফাযত করেছেন। যুগে যুগে এমনসব লোকদেরকে এ জন্য তিনি প্রেরণ করেছেন যারা তাদের জীবনের সর্বস্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত থেকে মিথ্যাবাদী, ষড়যন্ত্রকারী, অপব্যাখ্যাকারীদেরকে প্রতিহত করেছেন। সেসব প্রতিথযশা আলেমে দীনের শীর্ষে অবস্থান করছেন ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী ও ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ ইবন মুসলিম আল-কুশাইরী। তাঁরা উভয়ে যেসব হাদীস নিয়ে এসেছেন তা যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ও সন্দেহ থেকে মুক্ত। উক্ত মনীষীদ্বয়ের গ্রন্থ থেকে ফিকহী বিধি-বিধানকেন্দ্রিক এ সংকলনটি রচনা করেছেন আমাদের গ্রন্থকার আল-হাফেয আল-আলেম আবু মুহাম্মাদ আবদুল গনী ইবন আবদুল ওয়াহেদ আল-মাকদেসী রাহিমাহুল্লাহ (৫৪১-৬০০ হিজরী)।

মৌলিকভাবে সংকলিত 'উমদাতুল আহকাম' গ্রন্থটি একজন তালেবে ইলমের প্রথম 'মতন' (সংক্ষিপ্ত ইলমী ভাষ্য) হওয়া উচিত যা সে মুখস্থ করবে। আরব বিশ্বের অনেক দেশ যেমন, সৌদী আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, জর্দান, ইয়ামেন; অনুরূপভাবে আফ্রিকার অনেক দেশ যেমন, মিসর, লিবিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো, মৌরতানিয়া, সুদান, নাইজেরিয়া, সেনেগালসহ বহু দেশে যারা দীনের জ্ঞান অর্জন করে তাদেরকে প্রথমেই এ হাদীসগুলো মুখস্থ করানো হয়। সুতরাং, দীনী ইলম শিখতে আগ্রহী ব্যক্তির জন্য প্রাথমিক স্তরের শেষে বা মাধ্যমিক স্তরের শুরুতে এ গ্রন্থখানি অবশ্যই আয়ত্ব করে নিতে হবে। তাছাড়া দীনী ইলম শিখতে আগ্রহী এমন অনেক সাধারণ জ্ঞানপিপাসু রয়েছেন যারা প্রায়ই বলে থাকেন, কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণের পরে প্রথম কোন্ গ্রন্থটি পড়ব, তাদের জন্য এটি অত্যন্ত উপযোগী। কারণ, এ গ্রন্থের হাদীসগুলো সবই বিশুদ্ধ, কর্মমুখী ও সংক্ষিপ্ত শব্দ সম্পন্ন। তাই আমরা প্রত্যেক মুসলিম ভাইকে অনুরোধ করবো, আপনারা নিজেরা এ কিতাবটি অধ্যয়ন করুন, আপনাদের সন্তানদেরকেও পড়তে দিন এবং মুখস্থ করতে বলুন। দীনের প্রাথমিক পাথেয় হিসেবে এটাকে তাদের হাতে তুলে দিন। ইনশাআল্লাহ আপনার সন্তান-সন্ততি দীনী ব্যাপারে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বড় হবে, অপরাপর ছাত্রদের থেকে তাদের জ্ঞানের পরিধি বর্ধিত হবে। আর এর মাধ্যমে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো'আপ্রাপ্ত হবেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা এমন লোককে শুভ্র-আলোক উজ্জ্বল করে দিন, যে আমার কোনো কথা শুনেছে, তারপর তা মুখস্থ করেছে, তারপর যারা শুনে তাদের কাছে তা বর্ণনা করেছে..."।

পরিশেষে যে কথা না বললেই নয় যে, সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের বিবিধ বর্ণনাকে এ গ্রন্থের লেখক অত্যন্ত সুন্দরভাবে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। সেজন্য অনেকেই সেটার ব্যাখ্যা করেছেন। এ পর্যন্ত পঞ্চাশোর্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ আমার দৃষ্টিতে এসেছে। আমার ইচ্ছা রয়েছে ইনশাআল্লাহ অচিরেই সকল ব্যাখ্যাগ্রন্থের সমন্বয় করে বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য সংক্ষিপ্তাকারে একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করব, যা পরবর্তীতে হয়তো কয়েক খণ্ডে বের হবে। আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওফীক কামনা করছি, তিনিই সর্বকাজের তাওফীকদাতা।

অত্র 'অনুবাদ ও ব্যাখ্যা' গ্রন্থ রচনায় যেসব শরাহ-গ্রন্থের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো- (১) ইহকামুল ইহকাম শারহু উমদাতিল আহকাম, ইবন দাকীকীল 'ঈদ, মৃত্যু- ৭০২ হিজরী; (২) আল-উদ্দাহ ফী শারহিল উমদাহ লি ইবনিল আত্তার, মৃত্যু- ৭২৪ হিজরী; (৩) রিয়াদুল আফহাম শারহু উমদাতিল আহকাম, তাজুদ্দীন ফাকেহানী, মৃত্যু- ৭২৪ হিজরী; (৪) আল-ই'লাম বি ফাওয়ায়িদি উমদাতিল আহকাম, ইবনুল মুলাক্কিন, মৃত্যু- ৮০৪ হিজরী; (৫) কাশফুল লিসাম শারহু উমদাতিল আহকাম, শামছুদ্দীন আস-সাফারীনী, মৃত্যু- ১১৮৮ হিজরী, (৬) খুলাসাতুল কালাম শারহু উমদাতিল আহকাম, শাইখ ফয়সাল ইবন আব্দুল আযীয আল মুবারক, মৃত্যু- ১৩৭৬ হিজরী; (৭) আল-ইফহাম ফী শারহি উমদাতিল আহকাম, শাইখ ইবন বায, মৃত্যু- ১৪২০ হিজরী; (৮) তান্বীহুল আফহাম শারহু উমদাতিল আহকাম, শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন, মৃত্যু- ১৪২০ হিজরী; (৯) তাইসীরুল 'আল্লাম শারহু উমদাতিল আহকাম, শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন বাসসাম আল-বাসসাম, মৃত্যু- ১৪২৩ হিজরী। ইলমে দীনের প্রচার-প্রসারে নিবেদিত নেক বান্দাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং মহান আল্লাহর কাছে দো'আ করি, তিনি যেন মেহেরবানী করে তাদের খেদমত কবুল ও মঞ্জুর করেন।

'সবুজপত্র পাবলিকেশন্স' আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে গ্রন্থটি প্রকাশ করছে। আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মহান আল্লাহ এ কাজটুকু আমাদের জন্য আখিরাতে নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করুন, আমীন! ছুম্মা আমীন!

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

মূল গ্রন্থকারের ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আশ-শাইখ, আল-হাফেয, তাক্বীউদ্দীন, আবু মুহাম্মাদ আবদুল গনী ইবন আবদুল ওয়াহেদ ইবন আলী ইবন সরুর আল-মাক্বদিসী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

হামদ জাতীয় সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতাধর, একক দাপুটে সত্তা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মাঝখানের সবকিছুর রব, প্রবল পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, যিনি ছিলেন তাঁর পছন্দনীয় ও বাছাইকৃত সত্তা। আল্লাহ তা'আলা সালাত পেশ করুন তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর এবং তাঁর সাহাবীগণের ওপর যারা সকল কল্যাণের গুণে গুণান্বিত। তারপর-

আমার কিছু ভাই-বন্ধু আমার কাছে তাদের আবদার পেশ করলেন, আমি যেন তাদের জন্য বিধি-বিধান সম্বলিত হাদীসগুলো সংক্ষেপে একত্র করে দিই; যেগুলো সংকলনের ব্যাপারে দু'জন বিখ্যাত ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল ইবন ইবরাহীম আল-বুখারী ও মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ ইবন মুসলিম আল-ক্বুশাইরী আন-নিশাপূরী একমত হয়েছিলেন। তাদের সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি এ গ্রন্থখানি রচনা করেছি। আর এর দ্বারা আমি উপকৃত হওয়ার আশা করছি।

আমি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এর দ্বারা আমাদের সবাইকে উপকৃত করেন। অনুরূপভাবে তাদেরকেও উপকৃত করেন যারা এটা লিখবে, শুনবে, পড়বে, হিফয করবে অথবা তাতে দৃষ্টি দিবে। আর আল্লাহর কাছে এটাও কামনা করি, তিনি যেন এটাকে একান্তভাবে তাঁর সম্মানিত চেহারা ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য খালেসভাবে গ্রহণ করে নেন। আর এটাকে তাঁর কাছে জান্নাতে না'ঈম পাওয়ার অপ্রতিরোধ্য সফলতার মাধ্যম বানিয়ে দেন। কারণ তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।

আবদুল গনী আল-মাকদেসী

সূচিপত্র

পরিচ্ছেদ	বিবরণ	পৃষ্ঠা
	অধ্যায় [১] ত্বাহারাত (পবিত্রতা)	১৩
১	পায়খানা-প্রস্রাবে গমন ও পবিত্রতা অর্জন	৩২
২	মিসওয়াক	৪০
৩	মোজার উপর মাসাহ করা	৪৫
৪	মযী ও অন্যান্য বিষয়	৪৮
৫	জানাবাতের গোসল	৫৬
৬	তায়াম্মুম	৬৮
৭	হায়েয (ঋতুস্রাব)	৭৩
	অধ্যায় [২] সালাত	৮৩
৮	সালাতের সময়সূচি	৮৫
	সালাতের মাকরূহ (অপছন্দনীয়) কিছু কাজ	৯৮
	সালাতের নিষিদ্ধ সময়	১০২
	ছুটে যাওয়া সালাতের কাযা করা ও তাতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা	১০৫
৯	জামা'আতে সালাত আদায়ের ফযীলত ও তা ওয়াজিব হওয়া	১০৬
	মহিলাদের মসজিদে উপস্থিত হওয়া	১১১
	রাতেবা সুন্নাতসমূহ, বিশেষ করে ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত ও তার ফযীলত	১১২
১০	আযান (ও ইক্বামাত)	১১৬
১১	কিবলামুখী হওয়া	১২১
১২	কাতারবন্দী হওয়া	১২৫
১৩	ইমামতি	১৩১
১৪	রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের বিবরণ	১৩৯
১৫	রুকূ-সাজদায় ধীরস্থিরতা ও শান্তভাব বজায় রাখা ওয়াজিব হওয়া	১৬৪
১৬	সালাতে ক্বিরাআত পাঠ করা	১৬৯
১৭	"বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম" উচ্চৈঃস্বরে না বলা	১৮১
১৮	সাহু সাজদাহ	১৮৪
১৯	সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা	১৯২

পরিচ্ছেদ	বিবরণ	পৃষ্ঠা
২০	(সালাত সম্পর্কে) ব্যাপক বিষয়াদি	১৯৬
	সালাতে কথা বলা নিষেধ	১৯৮
	প্রচণ্ড গরমের সময় যোহরের সালাতকে ঠাণ্ডা করে পড়া	২০০
	প্রচণ্ড গরমের কারণে কাপড়ের উপর সাজদাহ করা	২০২
	ছুটে যাওয়া সালাতে কাযা করা ও দ্রুততম সময়ে তা আদায় করা	২০৩
	ফরয সালাত আদায়কারীর জন্য নফল সালাত আদায়কারীর ইমাম হওয়ার বৈধতা	২০৭
	সালাতে কাঁধ ঢেকে রাখার বিধান	২০৮
	রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি খেয়ে মসজিদে যাওয়ার বিধান	২১০
২১	তাশাহ্হুদ	২১৩
২২	উইত্‌র সালাত	২৪৪
২৩	সালাতের শেষে যিকির	২৭৩
	সালাতে খুশু-খুদ্বু বা বিনয়াবনত হওয়া	২৮৮
২৪	সফরে দু' সালাত একত্রে পড়া	২৮৯
২৫	সফরে সালাত কসর করে পড়া	২৯০
২৬	জুমু'আর সালাত	২৯৫
২৭	দু' ঈদের সালাত	৩০৮
২৮	সূর্যগ্রহণের সময় সালাত	৩১৮
২৯	ইসতিস্কা (বৃষ্টি প্রার্থনা)	৩২৫
৩০	সালাতুল খাওফ বা ভয়ের সময়ের সালাত	৩৩৩
৩১	জানাযা	৩৪৩
	অনুপস্থিতের ওপর সালাত এবং কবরের উপর সালাত	৩৪৪
	কাফনের বিধি-বিধান	৩৫৯
	মাইয়্যেতকে গোসল দেয়া ও জানাযার পিছু নেয়ার পদ্ধতি	৩৬২
	ইমাম মৃত ব্যক্তির কোন বরাবর দাঁড়াবে	৩৭০
	মৃত্যু নিয়ে কথা বা কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করা হারাম	৩৭২
	মৃত্যু, কবর, দাফন ও কবরে যেসব কাজ করা নিষিদ্ধ	৩৭৪
	অধ্যায় [৩] যাকাত	৩৮৩
৩২	সাদাকাতুল ফিত্‌র	৪০২

পরিচ্ছেদ	বিবরণ	পৃষ্ঠা
	অধ্যায় [৪] সিয়াম	৪০৭
৩৩	সফর ইত্যাদিতে সাওম রাখা	৪৩৫
৩৪	সর্বোত্তম সিয়াম ও অন্যান্য বিষয়	৪৪৭
৩৫	লাইলাতুল ক্বদর	৪৫৬
৩৬	ই'তিকাফ	৪৬২
	অধ্যায় [৫] হজ	৪৬৯
৩৭	মীকাতসমূহ	৪৭১
৩৮	মুহ্‌রিম ব্যক্তি যে কাপড় পরিধান করবে	৪৭৫
	হজ ও 'উমরার তালবিয়্যাহ	৪৮০
	মহিলা হাজীর জন্য যা শর্ত	৪৮২
৩৯	ফিদইয়া	৪৮৩
৪০	মক্কাতুল মুকাররামার মর্যাদা	৪৮৬
৪১	যেসব জন্তু হত্যা করা বৈধ	৪৯৪
৪২	মক্কায় প্রবেশ ও অনুরূপ বিষয়	৪৯৫
	তাওয়াফ ও তার আদব	৪৯৮
৪৩	তামাত্তু' হজ	৫০৪
৪৪	হাদী	৫১৩
৪৫	মুহরিম ব্যক্তির গোসল	৫১৮
৪৬	হজের ইহরামকে 'উমরার ইহরামে রূপান্তরিত করা	৫২১
	রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের সফরে 'আরাফার মাঠ থেকে কীভাবে মুযদালিফার দিকে গমন করেছেন	৫৩০
	কঙ্কর নিক্ষেপ, হাদী যবাই, মাথা মুণ্ডানো ও তাওয়াফে ইফাদার মধ্যে একটি অন্যটির আগে করার বিধান	৫৩১
	বড় জামরায় কীভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করা হবে?	৫৩৪
	মাথা মুণ্ডনের ফযীলত ও মাথার চুল খাটো করা জায়েয হওয়া	৫৩৫
	হজের পরে মিনায় অবস্থান করার বাধ্যবাধকতা	৫৪১
	মুযদালিফায় দুই সালাত জমা (একত্র) করে আদায় করা	৫৪২
৪৭	মুহরিম ব্যক্তি অ-মুহরিমের শিকার খেতে পারে	৫৪৪

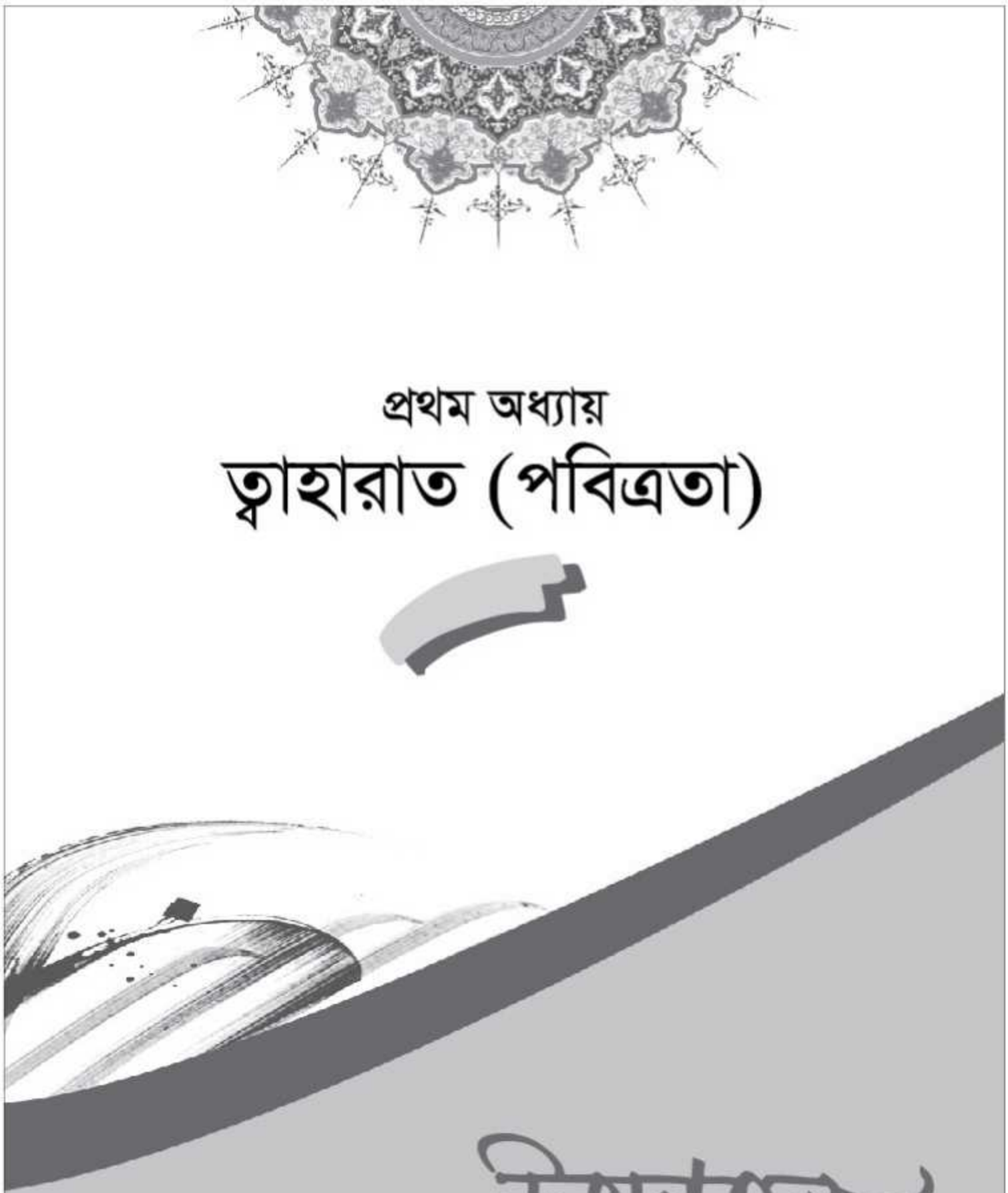

প্রথম অধ্যায়

ত্বাহারাত (পবিত্রতা)

উমদাতুল আহকাম

অধ্যায় [১] ত্বাহারাত (পবিত্রতা)

ত্বাহারাতের শাব্দিক অর্থ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন করা। আর ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় শরীরে বিদ্যমান যেসব অপবিত্রতার কারণে সালাত ও এ জাতীয় ইবাদাত পালন করা নিষিদ্ধ, তা দূর করাকে ত্বাহারাত বলে।

শরী'আতে ত্বাহারাত তথা পবিত্রতা দু' প্রকার: অপ্রকাশ্য বা আত্মিক এবং প্রকাশ্য বা বাহ্যিক পবিত্রতা। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছোট বড় নাপাকী ও নাজাসাত থেকে পবিত্র করাকে বাহ্যিক পবিত্রতা বলে। আর পাপ-পঙ্কিলতা থেকে অন্তর পবিত্র করাকে অপ্রকাশ্য বা অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বলে।

প্রকাশ্য পবিত্রতাই ফিকহের বিষয়, যা সালাতে বাহ্যিকভাবে উদ্দেশ্য। এটি আবার দু' প্রকার: হাদাস (حَدَث - অদৃশ্যমান নাপাকী) থেকে পবিত্রতা ও খাবাস (خَبَث - দৃশ্যমান নাপাকী) থেকে পবিত্রতা। হাদাস থেকে পবিত্রতা তিনভাবে অর্জিত হয়- (১) বড় পবিত্রতা, তা গোসলের মাধ্যমে, (২) ছোট পবিত্রতা, তা ওযুর মাধ্যমে এবং (৩) আর এ দু'টি ব্যবহার করতে অক্ষম তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করবে।

অনুরূপভাবে খাবাস থেকে পবিত্রতাও তিনভাবে অর্জিত হয়- গোসল, মাসাহ ও পানি ছিটানো।

[১]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَفِي رِوَايَةٍ: بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا

'উমার ইবনুল খাত্তাব[১] রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "সকল কাজ-কর্মই নিয়তের ওপর নির্ভরশীল (অন্য বর্ণনায় নিয়ত শব্দটি একবচনে রয়েছে)। আর প্রত্যেক মানুষের জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করেছে। কাজেই যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হবে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকেই গণ্য হবে, আর যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের জন্য

১. তিনি হচ্ছেন আমীরুল মুমিনীন, খলীফাতুল মুসলিমীন, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত, মুসলিমদের নিকট ইসলামের নবীর পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি, যার আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে বেশ ক'টি আয়াত নাযিল হয়েছে। যাকে দেখলে শয়তান ভয় পেতো এবং অন্য কোনো উপত্যকায় চলে যেতো, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও মুসলিমদের সম্মানিত করেছেন, সেই মহান নেতা 'উমার ইবনুল খাত্তাব ইবন নুফাইল ইবন আবদুল উয্যা ইবন রাবাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন কুরত্ব ইবন রাযাহ্ ইবন 'আদী ইবন কা'ব আল-কুরাশী আল-'আদাওয়ী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু। মৃত্যু: ২৩ হিজরী। [তাক্বরীবুত তাহযীব: ৪৮৮৮]

يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তাহলে তার হিজরত সে দিকেই হবে যার উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।" [বুখারী: ১; মুসলিম: ১৯০৭]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নিয়ত-এর পরিচয়: নিয়ত শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা। আর শরী'আতের পরিভাষায় নিয়ত বলতে দু'টি জিনিস বুঝায়- (১) অভ্যাস থেকে ইবাদাতকে আলাদা করা; (২) এক ইবাদাত থেকে অন্য ইবাদাতকে আলাদা করা।

হাদীসে উল্লিখিত নিয়তের ওপর নির্ভরশীল, এর অর্থ হচ্ছে- কর্মের সাওয়াব বা শাস্তি নিয়ত অনুসারেই আল্লাহ নির্ধারণ করবেন। সেখানে বাহ্যিক কর্মের ওপর নির্ভর করা হবে না। দুনিয়ার কর্ম এর বিপরীত। সেখানে কেউ নিয়তের কথা বলে পার পেতে পারে না। তাদেরকে অবশ্যই তাদের কর্মের দায়-দায়িত্ব নিতে হবে।

মহিলাকে বিবাহ করাও দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আলাদাভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, এ হাদীসটির প্রেক্ষাপট। এ হাদীসটির প্রেক্ষাপটের সাথে একজন মহিলা জড়িত ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। যদিও সহীহ কোনো বর্ণনা দ্বারা তা সাব্যিস্ত হয়নি।

হাদীসের শিক্ষা

১. প্রতিটি কাজের বিশুদ্ধতা, বিনষ্ট হওয়া, পূর্ণতা, অপূর্ণতা, আনুগত্য কিংবা অবাধ্যতা নির্ধারিত হবে নিয়তের ওপর। সুতরাং, যদি কেউ লোক দেখানো কিংবা লোক শোনানোর উদ্দেশ্যে 'আমল করে তবে সে গুনাহগার হবে। যেমন যদি কেউ জিহাদ করে আল্লাহর দীনকে বুলন্দ করার জন্য তবে তার সাওয়াব পূর্ণতা পাবে, আর যদি সে আল্লাহর দীন বুলন্দ করার পাশাপাশি গনীমতের মাল পাওয়ার আশা করে তবে তার সাওয়াব কমে যাবে। আর শুধু গনীমতের আশা করলে সে গনীমতের সম্পদই পাবে, গুনাহ না হলেও মুজাহিদের সাওয়াব পাবে না।

২. কোনো কাজের জন্য নিয়ত বা ইচ্ছা একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কিন্তু সেটা মনে মনে স্থির করে নেয়াই যথেষ্ট। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। বাড়াবাড়ি বলতে বুঝাচ্ছি এমন করা যে, সেটাকে মুখে আওড়ানো বা বারবার বলা অথবা সে কাজের প্রতিটি অংশে সেটার উপস্থিতি তৈরি করা। এমনটি পরবর্তীতে ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণার পর্যায়ে নিয়ে যাবে। কাজটি করার শুরুতে নিয়ত ঠিক করার পর বারবার বলার প্রয়োজন নেই।

৩. নিয়তের স্থান হচ্ছে অন্তর। যদি মুখে উচ্চারণ করা হয় তবে সেটা বিদ'আত হবে।

৪. লোক দেখানো কিংবা শোনানোর প্রবণতা থেকে সাবধান থাকতে হবে। কারণ তা ইবাদাত নষ্ট করে দেয়।

৫. অন্তরের আমল বা অন্তরের কাজের ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, তার মাধ্যমেই ইবাদাতের শুদ্ধাশুদ্ধি অনেকাংশে নির্ভর করছে।

৬. দীন ও ইসলামের হিফাযতের জন্য অমুসলিম দেশ থেকে মুসলিম দেশে হিজরত করা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ, উত্তম ও উৎকৃষ্ট ইবাদাত। তবে শর্ত হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা সংঘটিত হওয়া।

৭. ইবাদাত যখন এমন জিনিস হবে যাতে একটি নিয়তই কার্যকর করা যায়, যেমন- সাওম পালন করা, সালাত আদায় করা। এমতাবস্থায় সে কাজের শুরুতে যা নিয়ত করবে তা-ই হবে। কিন্তু যে ইবাদাতের অংশ ভিন্ন ভিন্ন থাকে, তখন সেটার যে অংশের নিয়ত যা হবে সে অংশের হুকুম তা নির্ধারিত হবে। যেমন- যাকাত প্রদান করা। যখন লোক দেখানোর নিয়ত থাকবে তখন তা রিয়া ও আমল ধ্বংস করবে, আবার যখন সাওয়াবের আশা করবে তখন তা বিশুদ্ধ হবে।

[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَقْبَلُ

আবু হুরায়রাহ[১] রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ

১. তিনি হচ্ছেন আবু হুরায়রা, আদ-দাওসী, আস-সাহাবী, আল-জালীল, হাফেযুস সাহাবাহ। তার ও তার পিতার নামের ব্যাপারে মতভেদ হয়েছে। মতান্তরে তার যেসব নাম পাওয়া যায় তা হলো- (১) আবদুর রহমান ইবন সাখর অথবা ইবন গানম; (২) আবদুল্লাহ ইবন 'আয়েয অথবা ইবন আমের অথবা ইবন 'আমর; (৩) সুকাইন ইবন ওয়াদমাহ ইবন হানি' অথবা ইবন দাওমাহ অথবা ইবন মল অথবা ইবন সাখর; (৪) 'আমের ইবন 'আব্দু শামস অথবা ইবন 'উমাইর; (৫) ইয়াযীদ ইবন 'ইশরিক্বাহ; (৬) আব্দু নাহম অথবা 'আব্দু শামস; (৭) গানম; (৮) 'উবাইদ ইবন গানম; (৯) 'আমর ইবন গানম অথবা ইবন 'আমের; (১০) সা'ঈদ ইবনুল হারেস।

ইমাম ইবন হাজার বলেন, তার নামের ব্যাপারে আমরা যা পেয়েছি তা বর্ণনা করলাম, তবে এ ব্যাপারে অকাট্যভাবে বলতে পারি যে, আব্দু শামস ও আব্দু নাহম ইসলাম গ্রহণ করার পরে পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু কোন নাম দেয়া হয়েছিল তাতে মতভেদ রয়েছে। তন্মধ্যে অধিকাংশরা বলেন, উপরে বর্ণিত প্রথমটিই বেশি প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। বংশবিদরা অবশ্য তাকে 'আমর ইবন 'আমের বলেছেন। তিনি মতান্তরে হিজরী ৫৭, ৫৮, ৫৯ সনে আটাত্তর বছর বয়সে মারা যান। [তাক্বরীবুত তাহযীব: ৮৪২৬]

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তার নাম আবদুল্লাহ ইবন 'আমর। কারো কারো মতে 'আব্দু শামস। বলা হয়ে থাকে 'আব্দু গানম। কেউ কেউ বলেন, সুকাইন ইবন 'আমর। কেউ বলেছেন, 'আব্দু নাহম।

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, 'আমর ইবন হাযম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের দশজনেরও অধিক সংখ্যকের এক মজলিসে বসা ছিলাম যেখানে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাদের সামনে হাদীস বর্ণনা করতেন। উপস্থিত সাহাবীগণের মধ্যে কেউ কেউ তা তখনই আত্মস্থ করে নিতেন; আবার কেউ কেউ তাৎক্ষণিকভাবে পারতেন না। পরে তারা সকলে আবার হাদীসের পুনরাবৃত্তি করতেন। এভাবে তিনি আবারও হাদীসের বর্ণনা দিতে থাকতেন। পুনঃপুনঃ দারসের মাধ্যমে উপস্থিত সকলেই হাদীস আত্মস্থ করে ফেলতেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু সাহাবীগণের মাঝে সবচেয়ে বেশি ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। [আত-তারীখুল কাবীর-১/১৮৬]

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ আরো বর্ণনা করেন, মালিক ইবন আবী 'আমের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ত্বালহা ইবন উবাইদুল্লাহ'র নিকটে ছিলাম, এক লোক এসে বললো, হে আবু মুহাম্মাদ! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা জানি না, এই যে ইয়ামানী (অর্থাৎ আবু হুরায়রা) সে কি আপনাদের চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে বেশি জানে? নাকি অন্য কিছু? তখন ত্বালহা ইবন উবাইদুল্লাহ বললেন, "আল্লাহর শপথ করে বলছি, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন অনেক কিছু শুনেছে যা আমরা শুনিনি, এমন অনেক কিছু জেনেছে যা আমরা জানিনি, আমরা তো বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলাম, ঘর-বাড়ী পরিবার নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতাম দিনের দু'প্রান্তে, তারপর ফিরে যেতাম। কিন্তু সে তো মিসকীন ছিল, সম্পদ ও পরিবার ছিল না। সর্বদা তার হাত থাকত রাসূলের হাতে, রাসূল যেদিকে ঘুরতেন সেও সেদিকে ঘুরতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেননি তা তার নামে বলে এমন লোকের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। [আত-তারীখুল কাবীর (৬/১৩৩)]

তোমাদের কারও সালাত কবুল করবেন না যার ওযু ভঙ্গ হয়েছে, যতক্ষণ না সে ওযু করবে।" [বুখারী: ৬৯৫৪; মুসলিম: ২২৫]	اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইস্তিঞ্জার নিয়মাবলি

অযু ভঙ্গ হওয়ার অপর পরিভাষা হচ্ছে, ইস্তিঞ্জা করা: ইস্তিঞ্জা হলো পেশাব ও পায়খানার রাস্তা থেকে নির্গত অপবিত্রতা পানি দ্বারা দূর করা। আর যদি পানি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয় তবে তাকে বলা হয় ইস্তিজমার। এ ব্যাপারে ইসলামী শরী'আতে কিছু নিয়ম রয়েছে-

- পেশাব-পায়খানায় প্রবেশের সময় বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং এ দো'আ পড়া, اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট অপবিত্র জিন্ন নর-নারীর (অনিষ্ট) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (সহীহ বুখারী: ১৪২) আর বের হওয়ার সময় ডান পা আগে দিয়ে বের হওয়া এবং এ দো'আ পড়া, غُفْرَانَكَ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি"। (তিরমিযী: ৭)
- পেশাব-পায়খানার সময় বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে বসা মুস্তাহাব, তবে খালি জায়গায় পেশাব-পায়খানা করলে মানুষের দৃষ্টির বাহিরে নির্জন স্থানে বসা। পেশাব করার সময় নরম স্থান নির্বাচন করা, যাতে পেশাবের ছিটা থেকে পবিত্র থাকা যায়।
- অতি প্রয়োজন ছাড়া এমন কোনো কিছু সাথে নেয়া মাকরূহ যাতে আল্লাহর নাম রয়েছে। তাছাড়া যমীনের কাছাকাছি না হওয়ার আগে কাপড় তোলা, কথা বলা, গর্তে পেশাব করা, ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা এবং ডান হাত দিয়ে ঢিলা ব্যবহার করা মাকরূহ।
- উন্মুক্ত স্থানে পেশাব-পায়খানার সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ ফিরিয়ে বসা হারাম, আর ঘরের মধ্যে বসা জায়েয, তবে না বসা উত্তম।
- চলাচলের রাস্তা, বসা ও বিশ্রামের জায়গায়, ফলদার, ছায়াদার গাছ ইত্যাদির নিচে পেশাব-পায়খানা করা হারাম।
- পবিত্র পাথর দিয়ে তিনবার শৌচকর্ম করা মুস্তাহাব। এতে ভালোভাবে পবিত্র না হলে সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা যাবে। তবে তিন, পাঁচ বা ততোধিক বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার করা দ্বারা কাজটি শেষ করা সুন্নাত।
- হাড়, গোবর, খাদ্য ও সম্মানিত জিনিস দ্বারা ঢিলা ব্যবহার করা হারাম। পানি, টিস্যু ও পাতা ইত্যাদি দিয়ে ঢিলা ব্যবহার করা জায়েয। তবে শুধু পানি ব্যবহার করার চেয়ে পাথর ও পানি একত্রে ব্যবহার করা উত্তম।
- কাপড়ে অপবিত্রতা লাগলে তা পানি দিয়ে ধৌত করা ফরয। আর যদি অপবিত্র স্থান অজ্ঞাত থাকে তবে পুরো কাপড় পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে।
- বসে পেশাব করা সুন্নাত, তবে পেশাবের ছিটা থেকে নিরাপদ থাকলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ নয়।

অত্র হাদীসে 'অযু করা' বলতে শুধু ওযুই উদ্দেশ্য নয়। যদি ওযু করার পানি না পাওয়া যায় তবে 'তায়াম্মুম' সেখানে কার্যকর হয়ে যাবে।